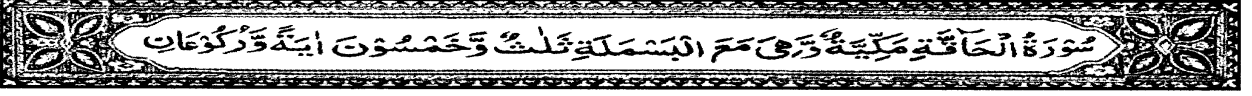


## সূরা আল্ হাক্কা-৬৯

### (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

বিষয়বস্তু দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলোর একটি। ‘মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান অনিবার্য সত্য’- এই বিষয়টিই সূরার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ধারণা ও ধর্মমতের সত্যতা প্রমাণের জন্য মহা প্রতিকূল ও সম্বল-শক্তি বিহীন অসম্ভব অবস্থার মধ্যেও নবী করীম (সাঃ) এর নিশ্চিত বিজয়ের প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়নকে তুলে ধরা হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে মহানবী (সাঃ) এর ‘বিজয়’ ও ‘মৃত্যুর পর পুনরুত্থান’ এই দুটিই কাফিরদের নিকট সমভাবে অসম্ভব ছিল। অতএব একটি যদি সত্য সাব্যস্ত হয়ে যায় ও বাস্তবে পরিণত হয় তাহলে অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে অপরটিও সত্য ও বাস্তব। কাজেই সূরাটি একটি জোরালো ও দৃঢ় ঘোষণার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে যে সত্যের শত্রুরা পরাভূত হয়ে যাবে। অতঃপর ‘ঐশী-বাণী’ ও ‘পরলোকে পুনরুত্থানের’ সত্যতার বিরোধী কাফিরদের ধ্বংসের উল্লেখ পূর্বক বলা হয়েছে, কাফিরদের জন্য শাস্তির “সময়টি” সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ও বিষাদময় হবে। আর মু’মিনদের জন্য সেই সময়টি কতইনা আনন্দময় ও সুখকর হবে! সূরাটি শেষ পর্যায়ে বলছে, চূড়ান্ত প্রতিকূল অবস্থা ও মহাশক্তিধরদের চরম মোকাবেলা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) এর বিজয় লাভ এবং পরকালের পুনরুত্থান- এই দুটি বিষয় নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে। কেননা মহানবী (সাঃ) যা বলেন, তা আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ বাণী। তা কবির কাব্য নয়, তা গণকের অনুমানও নয়। তা কোন বানাওট কথাও নয়। কারণ তিনি (সাঃ) যদি আল্লাহ্র নামে কোন বানাওট কথা বলতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি নিহত হতেন। কেননা যে ব্যক্তি ঐশী-বাণীবাহক না হয়েও নিজের বাণীকেই আল্লাহ্র বাণী বলে চালাতে চায়, আল্লাহ্ তাআলা তাকে অচিরেই ধ্বংস করে দেন।



## সূরা আল্ হাক্কা-৬৯

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহিসহ ৫৩ আয়াত এবং ২রুকু

- ১। ۞আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
- ২। ঘটনাটি অবশ্যই ঘটবে<sup>১০৭</sup>। الْحَاقَّةُ ②
- ৩। অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনাটি কী? مَا الْحَاقَّةُ ③
- ৪। আর তোমাকে কিসে জানাবে অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনাটি কী? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ④
- ★ ৫। সামুদ (জাতি) ও আদ (জাতি) বিধ্বংসী বিপর্যয়ে (বিশ্বাস করতে) অস্বীকার করেছিল।\* كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ⑤
- ৬। ۞অতএব ‘সামুদ’ জাতির বৃত্তান্ত হলো, এক মাত্রাতিরিক্ত ভয়াবহ আযাব তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল। فَإِذَا ثَمُودُ ضَالُّواْ بِالْكَافِرَةِ ⑥
- ৭। ۞আর আদ (জাতি) ক্রমবর্ধমান এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑦
- ৮। তিনি (তাদের) সমূলে উৎপাটিত করতে এ (ঝঞ্ঝাবায়ুকে) তাদের ওপর লাগাতার সাত রাত ও আট দিন নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। অতএব তুমি সেই জাতিতে পতিত ۞খেজুর গাছের কান্ডের ন্যায় সেখানে কুপোকাৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পাবে। سَعَوْهَا عَلَيْهِمْ سَوَّيَالٌ لَّيَالٍ وَتُنْبِيَةٌ آتِيَةٌ ⑧  
حُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُجِاجٌ ⑨  
نَخِيلٌ خَائِيَةٌ ⑩
- ৯। অতএব তুমি কি তাদের একজনকেও বেঁচে যেতে দেখতে পাও? فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ⑪
- ১০। ۞আর ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উলটপালট করে দেয়া জনপদগুলোও (ক্রমাগতভাবে) পাপ করে আসছিল। وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَكَّدُ بِالْأَلْفِ ⑫
- ★ ১১। আর তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের রসূলকে অমান্য করেছিল। অতএব তিনি কঠোর থেকে কঠোরতর দৃঢ় মুষ্টিতে তাদের ধ্বংস করলেন। فَعَصَوْا رُسُلَ رَبِّهِمْ فَلَاخَذَهُمْ أَخَذًا ذَرِيئَةً ⑬

দেখুন : ক. ১ঃ১, খ. ৪১:১৮, ৫৪:৩২, গ. ৪১:১৭, ৫৪:২০, ঘ ৫৪:২১, ঙ. ২৮:৯, চ. ৭৩:১৭।

৩১০৭। একটি প্রতিষ্ঠিত, অপরিহার্য সুনিশ্চিত সত্য। সুনিশ্চিতভাবে ঘটনীয়, চরম ধ্বংসলীলা, অবিশ্বাসের চূড়ান্ত পতন।

★[প্রকৃতপক্ষে এটা কুরআনী অভিব্যক্তি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে ‘আল কুরিআহ্’ এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, ইয়াওমা ইয়াকুনুনা সু কাল ফারশিল মাবসূস ওয়া তাকুনুল জিবালু কাল ইহ্নিল মানফূশ। (অর্থঃ যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত হয়ে পড়বে এবং পর্বতগুলো হবে ধূনিত পশমের ন্যায়)।

১২। <sup>১০৮</sup> (নূহের যুগে) পানি যখন বেড়ে উঠলো আমরা তখন অবশ্যই তোমাদেরকে নৌকায় তুলে নিলাম

وَلَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْجَارِيَةِ ۝

১৩। যেন আমরা এ (ঘটনাটিকে) তোমাদের জন্য এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন করে দিই এবং শুনার মত কান যেন তা শুনে (ও মনে রাখে)।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَفَعَلْنَا آذَنُكَ وَاعِيَةً ۝

১৪। <sup>১০৯</sup> আর শিংগায় যখন এক জোরালো ফুঁ দেয়া হবে

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْثَةٌ وَاحِدَةٌ ۝

১৫। এবং পৃথিবী ও পাহাড়পর্বতকে স্থানচ্যুত করা হবে তখন উভয়কে একবারেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে <sup>১১০</sup>।

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُتَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝

১৬। অতএব সেদিন নির্ধারিত ঘটনাটি ঘটে যাবে।

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

১৭। আর আকাশ ফেটে যাবে <sup>১১১</sup> এবং তা সেদিন অকেজো হয়ে পড়বে।

وَالسَّمَاءُ فُتِّتْ فَيَوْمَئِذٍ وَأُهِيتُ ۝

★ ১৮। <sup>১১২</sup> আর ফিরিশ্তারা এর (অর্থাৎ আকাশের) কিনারাগুলোতে (দাঁড়িয়ে) থাকবে। আর সেদিন এগুলোর ওপর আটজন (ফিরিশ্তা) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আরশ বহন করবে <sup>১১৩</sup>।

وَالسَّكِّتُ عَلَى أَرْجَائِهِا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمْنِيَةٌ ۝

দেখুন : ক. ১১ঃ৪১, ৫৪ঃ১৪ খ. ১৮ঃ১০০, ২৩ঃ১০২, ৩৬ঃ৫২, ৩৯ঃ৬৯, ৫০ঃ২১ গ. ৫৫ঃ৩৮, ৮৪ঃ২ ঘ. ৩৯ঃ৭৬, ৪০ঃ৮

অতএব এটি কোন সাধারণ বিপর্যয় নয়। বরং এটি এমন প্রলয়ংকরী ভয়াবহ বিপর্যয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে। উল্লেখিত বিস্ফোরণের ব্যাপকতা এমন হবে যা পাহাড়পর্বতকে তুলোধূনো করে দিতে পারে। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের ‘(রাহেঃ) কর্তৃক মাওলানা শের আলী সাহেবের কুরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৩১০৮। নূহ (আঃ) এর প্লাবনের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ।

৩১০৯। মহানবী (সাঃ) এর মক্কা অভিযান এতই দ্রুত ও আকস্মিক ছিল যে মক্কাবাসীরা একেবারে বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। এ ছিল তাদের উপরে বিনা মেঘে বজ্র ঘাতের মত। আয়াতটি সমভাবে ‘কিয়ামত-দিবসের’ প্রতিও প্রযোজ্য, যেদিন শিংগা ফোঁকার সাথে সাথে ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে বিচারাসনের সামনে নিজ নিজ কাজের হিসাব দানের জন্য দণ্ডায়মান হবে।

৩১১০। সারা আবারদেশ, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়েছিল। ইসলামের এই বিজয়ের ধাক্কা আরববাসী বড়-ছোট সকলকে সজোরে নাড়া দিয়েছিল এবং তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতিতে এত বিরাট ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল যে তা মানবৈতিহাসে বিরল। এখানে ‘আল্ জিবাল’ বলতে আরব নেতৃবন্দ এবং ‘আল-আরয’ বলতে সাধারণ আরববাসীকে বুঝিয়েছে।

৩১১১। ‘আরশ’ (সিংহাসন) বলতে এসব অনতিক্রমণীয়, জ্ঞানাতীত গুণাবলীকে বুঝায়, যা আল্লাহ তাআলার একান্ত নিজস্ব। এইগুলোর প্রকাশ পায় আল্লাহ তাআলার অন্যান্য অনুরূপ গুণাবলীর মাধ্যমে। তাই সদৃশ বা অনুরূপ গুণাবলীকে এই আয়াতে ‘আরশ’ বহনকারী বলা হয়েছে। এই ‘আরশ-বাহী’ গুণগুলো হলো ‘রব্ব’, রহমান, রহীম ও মালিক-ইয়ামদ্দীন। এই মৌলিক ঐশী গুণাবলীর উপরে ভর করেই বিশ্ব টিকে আছে, মানুষের জীবন-জীবিকা ও উন্নতি এবং পরিণতি এই ঐশী গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। এই চারটি ঐশী গুণের মহামহিমতা, ভয়ঙ্করতা ও সর্বব্যাপিতা, কেয়ামত-দিবসে দ্বিগুণ হয়ে প্রকাশ পাবে। এর আরেক অর্থ এই হতে পারে : কেয়ামতের দিন এই চারটি সাদৃশ্যসূচক গুণের সাথে অতিক্রান্তসূচক চারটি ঐশী গুণ যা আল্লাহর একান্ত ও নিজস্ব এবং যার ক্রিয়াশীলতা পূর্বে কেউ দেখেনি, সেগুলোও ক্রিয়াশীল হয়ে দেখা দিবে। আর যেহেতু ঐশী গুণাবলী ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়, সেই কারণেই ঐ মহা-দিবসে আটজন ফিরিশ্তা আল্লাহ তাআলার আরশ-বাহী হবে বলে এখানে বর্ণিত হয়েছে।

এটি একটি ভুল ধারণা যে যেহেতু ফিরিশ্তারা আরশ বহন করবে বলে এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, অতএব ‘আরশটি’ কোন সশরীরী বস্তু হবে। কিন্তু কুরআনে ‘হামালা’ শব্দটি কেবল সশরীরী কোন বস্তুকে বহন করা অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং রূপকার্থেও ব্যবহৃত

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৯। সেদিন (আল্লাহর সামনে) তোমাদের উপস্থাপন করা হবে এবং কোন \*গুপ্ত বিষয় তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না<sup>৩১২</sup>।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

২০। \*এরপর যার ‘আমলনামা’ (অর্থাৎ কর্মলিপি) তার ডান হাতে দেয়া হবে<sup>৩১৩</sup> সে বলবে, আস, আমার ‘আমলনামা’ নাও (এবং) পড়।\*

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰذَا مَا أَرْسَلْتُ  
كَتِيبَةً ۝

২১। নিশ্চয় আমি আশা রাখতাম আমি আমার হিসাব দেখতে পাব।

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُلُوكِ حَسَابَةٍ ۝

২২। \*সুতরাং সে সুখের জীবন যাপন করবে

فَهُوَ فِي وَشَّةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

২৩। \*এক সুউচ্চ জান্নাতে।

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

২৪। \*এর ফলগুলো ঝুঁকে থাকবে।

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝

২৫। (তাদেরকে বলা হবে,) \*‘অতীত দিনগুলোতে তোমরা যে (সৎকাজ) করতে এর বিনিময়ে তোমরা পরম তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান কর।’

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ  
الْخَالِيَةِ ۝

২৬। \*আর যার ‘আমলনামা’ তার বাঁ হাতে দিয়ে দেয়া হবে<sup>৩১৪</sup> সে বলবে, ‘হায়, আমাকে আমার ‘আমলনামা’ যদি দেয়াই না হতো

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي  
لَمْ أُوتِ كِتَابَهُ ۝

দেখুন : ক. ৪৪৪৩, ৪১৪২১ খ. ১৭৪৭২ গ. ৮৮৪১০, ১০১৪৮ ঘ. ৪৩৪৮৩, ৮৮৪১১ ঙ. ৫৫৪৫৫, ৭৬৪১৫ চ. ৭৭৪৪৪ ছ. ৫৬৪৪২-৪৩, ৮৪৪১১, ১৩।

হয়েছে। যথা ৩৩ঃ৭৩ আয়াতে মানুষকে ‘আইন বহনকারী’ বা ‘শরীয়তের বোঝা বহনকারী’ বলা হয়েছে, অথচ শরীয়ত কোন সশরীরী বস্তু নয়। ঠিক সেই ভাবেই ফিরিশতা কর্তৃক আরশ-বহন দ্বারা বুঝায় যে আল্লাহর গুণাবলীর বাস্তবতা ফিরিশতাদের মাধ্যমে কার্যকর ও প্রকাশিত হয়। আল্লাহর অনধিগম্য, একান্ত নিজস্ব গুণাবলী (আরশ-‘সিফাতে তানজিহিয়াহ’) কী তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না-তাদের সাদৃশ্যমূলক গুণাবলী (সিফাত তাশ্বিহিয়াহ) ছাড়া। কুরআনের ১১ঃ৮ আয়াতে ‘আরশ’ পানির উপর আছে বলে বিবৃত হয়েছে। এতেও কেউ কেউ মনে করেন, যেহেতু পানি সৃষ্ট বস্তু, অতএব আরশও কোন সৃষ্ট বস্তুই হবে। কিন্তু ইলহামী কিতাবের ভাষাতে ‘পানি’র অর্থ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ‘আল্লাহর বাণী’ বা ওহী-ইলহামকে বুঝিয়ে থাকে। এই অর্থে ১১ঃ৮ আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়ায় : আল্লাহর আরশ আল্লাহর বাণীর উপর আছে। অর্থাৎ আল্লাহর বাণীর সাহায্যে ছাড়া আল্লাহ তাআলার অনতিক্রম্য গুণাবলী এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও মহিমা সম্যকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। ‘আরশ’ বলতে যে আল্লাহ তাআলার একান্ত, অনধিগম্য, নিজস্ব গুণাবলী বুঝায় তা ২৩ঃ১১ আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। ৯৮৬ টীকা দেখুন।

৩১১২ মূল পাঠে যে অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা ছাড়াও আয়াতটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে : মুসলমানদের হাতে পৌত্তলিক মন্দির যেদিন পতন ঘটবে, সেদিন মন্দিরবাসীদের মূর্তি পূজা ও পৌত্তলিক বিশ্বাসের এবং সংশ্লিষ্ট সকল আচার-পালনের অসারতা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

৩১১৩। একজনের কার্যাবলীর রেকর্ড (আমল-নামা) তার ডান হাতে দান করা বলতে কুরআনের আলঙ্কারিক ভাষায় এটাই বুঝায়, সেই ব্যক্তি পরীক্ষায় কৃত-কর্মের ভিত্তিতে পূর্ণ সফলতার সহিত পাশ করেছে।

★[‘হাউমু’: হা কালিমা তুন ফী মা’নাল আখযি, ওয়া ইউ ক্বালু ‘হাউমু’ ওয়া ‘হাইমু। ‘হাউমু’ অর্থ ধর (মুফরাদাত ইমাম রাগিব)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১১৪। একজনের ‘কার্যাবলীর রেকর্ড’ (আমল-নামা) তার বাম হাতে দেয়া, কুরআনের রূপক ও আলঙ্কারিক ভাষা বিশেষ, যার অর্থ, সেই ব্যক্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি।

২৭। এবং আমার হিসাব কী তা যদি না জানতাম!

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ ۝

★ ২৮। হায়, সেই (রায়) যদি আমার বিনাশ হয়ে যাওয়ার রায় হতো<sup>৩১৫</sup>!

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

২৯। আমার ধনসম্পদ (আজ) আমার কোন কাজেই এল না।

مَا آغْنِي عَنِّي مَالِيهِ ۝

৩০। আমার আধিপত্য (আজ) শেষ হয়ে গেছে।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۝

৩১। (তখন ফিরিশ্তাদের বলা হবে,) <sup>ক</sup> তাকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরাও,

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝

৩২। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর,

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝

৩৩। এরপর তাকে সত্তর হাত লম্বা শিকলে বেঁধে ফেল<sup>৩১৬</sup>।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝

৩৪। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখতো না

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

৩৫। এবং <sup>খ</sup> অভাবীদের খাওয়াতে সে অন্যদের উৎসাহিত করতো না।

وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝

৩৬। <sup>গ</sup> সুতরাং আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَبِيمٌ ۝

★ ৩৭। আর <sup>ঘ</sup> জখম ধোয়া পানি ছাড়া (তার জন্য) কোন খাবার থাকবে না।

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِنِ ۝

<sup>১</sup>  
[৩৮] ৩৮। অপরাধীরাই কেবল এ খাবার খেয়ে থাকে।  
<sup>৫</sup>

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

দেখুন : ক. ৭৬ঃ৫ খ. ৭৪ঃ৪৫, ৮৯ঃ১৯, ১০৭ঃ৪ গ. ৪৩ঃ৬৮, ৭০ঃ১১, ৮০ঃ৩৮ ঘ. ১৪ঃ১৭, ৭৮ঃ২৫, ২৬

৩১১৫। অবিশ্বাসীরা তখন আফসোস করে বলবে, আহা! এই মৃত্যুটাই যদি সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে দিত আর পরবর্তী অন্য জীবনে টেনে না আনতো এবং আল্লাহ্র কাছে গত জীবনের কাজকর্মের জন্য কোন হিসাব দানের ব্যবস্থা না থাকতো!

৩১১৬। কুরআনে বার বার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কোন নূতন জীবন নয়, বরং ইহজীবনের ঘটনাবলীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিকৃতি মাত্র। এই আয়াতগুলোতে ইহজগতের আধ্যাত্মিক অপরাধসমূহকে দৈহিক শাস্তিরূপে দেখানো হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঘাড়ের চতুর্দিকে দীর্ঘ শিকলের বন্ধন ইহকালের অত্যধিক কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাসের প্রতিচ্ছবি। এই কামনা-বাসনাই পরলোকে শিকলের বাঁধন হবে। সেইরূপে ইহলোকের বন্ধনসমূহ পরলোকে পায়ের শৃঙ্খল রূপে দেখা দিবে। ইহলোকের অন্তর্দাহ পরলোকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করবে। মানুষের আয়ু (শৈশব ও বার্ধক্যের অচলাবস্থা বাদ দিলে) গড়ে সত্তর বছর ধরা যায়। দুষ্ট অবিশ্বাসী এই সত্তরটি বছর কেবল দুনিয়াদারীর মধ্যে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মধ্যে কাটিয়ে দেয়। সে নিজেই ইন্দ্রিয়াসক্তির শিকল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে না এবং এই কারণেই পরকালের সত্তর বছর ব্যাপী কামনা-বাসনার প্রতীক রূপে সত্তর হাত লম্বা শিকল তাকে শৃঙ্খলিত করবে। এক এক হাত শিকল তার কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির জীবনের এক একটি বৎসর।

৩৯। সাবধান! তোমরা যা দেখতে পাও আমি তা সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করছি

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝

৪০। এবং তোমরা যা দেখতে পাও না তাও (সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করছি)<sup>৩১৭</sup>।

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝

৪১। নিশ্চয় এ (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের (প্রতি অবতীর্ণ) বাণী।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

৪২। \*আর এটি কোন কবির কথা নয়। তোমরা অল্পই ঈমান এনে থাক।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝

৪৩। \*আর (এটি) কোন গণকেরও কথা নয়। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

৪৪। (এটি তো) বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

★ ৪৫। \*আর সে যদি কোন মামুলী কথাকে(ও) মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করতে

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝

৪৬। তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধরতাম

لَّخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝

★ ৪৭। এবং আমরা অবশ্যই তার জীবনশিরা কেটে দিতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

★ ৪৮। তখন তোমাদের কেউই (আমাদের শাস্তি থেকে) তাকে রক্ষা করতে পারতো না<sup>৩১৮</sup>।\*

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝

দেখুন ৪ ক. ৩৬ঃ৭০, ৫২ঃ৩১ খ. ৫২ঃ৩০ গ. ৪০ঃ২৯

৩১১৭। প্রাকৃতিক জগতে যে সব বস্তুনিচয়কে আমরা ক্রিয়াশীল অবস্থায় দেখতে পাই (অর্থাৎ জীবনে যা কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই) এবং যা কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই না (অর্থাৎ মানবিক বুদ্ধি, যুক্তি, বিবেক ইত্যাদি), ৩৯-৪০ আয়াতে ঐগুলোকে প্রমাণ ও সাক্ষ্যরূপে পেশ করে কুরআন ঐশী উৎস থেকে অবতীর্ণ বলে স্বীয় দাবী উত্থাপন করেছে। আয়াতগুলোর অন্য অর্থ এও হতে পারে, সকল বড় বড় ঐশী নিদর্শন মহানবী (সাঃ) এর সময়কার কাফিররা তাদের স্বচক্ষে দেখেছিল এবং ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সকল সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় তাদের সমক্ষে উপস্থাপিত ছিল সেগুলোই ছিল অকাট্য যুক্তি যে কুরআন আল্লাহ তাআলার স্বীয় বাক্য যা তিনি তাঁর প্রিয়তম মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অবতীর্ণ করেছেন। এই গ্রন্থ জীবনের কঠোর সত্যগুলোকে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছে। এ কবির কল্পনা বা স্বাপ্নিকের স্বপ্ন নয়। এ কোন গণকের অন্ধকারে হাতড়ানোও নয়।

৩১১৮। এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতে এই যুক্তিই পেশ করা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) যদি ওহী-ইলহাম প্রাপ্তির মিথ্যা দাবীদার হতেন তাহলে স্বয়ং আল্লাহর কঠিন হস্ত তাঁর গলা (টিপে) ধরতো এবং তিনি মুহূর্তেই নিশ্চিতভাবে ভয়াবহ মৃত্যুর কবলে পড়তেন এবং তাঁর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কাজ-কর্ম ও উদ্দেশ্যাবলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। মিথ্যা নবীদের অবস্থা তাই হয়। এই দাবী ও যুক্তিমালা বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ২০ এ বর্ণিত কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি বললেই চলে।

★[খোদা তাআলার প্রতি মিথ্যা ওহী ইলহামের আরোপকারীকে কোন জাগতিক শক্তি রক্ষা করতে পারে ৪৫-৪৮ আয়াতে এ বিভ্রান্তিকর ধারণা খন্ডন করা হয়েছে। আসল কথা হলো, মিথ্যা দাবীকারকের পেছনে অবশ্যই কোন জাগতিক শক্তি থাকে। এরপরও তাকে ও তার সহযোগীদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। অতএব এটি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যতার এক মহান প্রমাণ। কেননা তাঁর (সাঃ) দাবীর পর সমগ্র আরব তাঁর (সাঃ) বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াতে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি (সাঃ) যদি একটি মামুলী মিথ্যাও বানিয়ে খোদার প্রতি আরোপ করতেন তাহলে সমগ্র আরব তাঁর (সাঃ) বিরোধী যদি না-ও হতো, বরং তাঁর

★চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৯। আর নিশ্চয় এ (কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য এক মহান উপদেশবাণী।

وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

৫০। আর আমরা ভালভাবেই জানি, তোমাদের মাঝে প্রত্যাখ্যানকারীরাও রয়েছে।

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۝

৫১। আর এ (কুরআন) কাফিরদের (হৃদয়ে) নিশ্চয় এক চরম আক্ষেপ (সৃষ্টি করে)।

وَإِنَّهُ لَحَزْرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

৫২। আর নিঃসন্দেহে এ (কুরআনের সত্যতা) অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের (মত সুপ্রকাশিত)।

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۝

[১৫] ৫৩। ২ অতএব তুমি তোমার মহান প্রভু-প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

দেখুন : ক. ৫৬ঃ৭৫, ৮৭ঃ২

(সা:) সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেত তবুও তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে এ রসূল (সা:)কে রক্ষা করতে পারতো না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]